ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৯৯ ● কলকাতা ● ২৮ চৈত্র, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ১১ এপ্রিল, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

৯ জনের সঙ্গে একঘরে থাকতেন নোরা

পৃঃ ৫

কঠিন সময়ে পান্ডিয়ার পাশে দাঁড়ালেন সৌরভ

পৃঃ ৬

ভূপতিনগর বিস্ফোরণ কাণ্ডে

রক্ষাকবচ পেল এন আই এ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভূপতিনগর বিস্ফোরণ কাণ্ডে রক্ষাকবচ পেল এন আই এ। কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর নির্দেশ ওই আধিকারিকদের এখনই গ্রেপ্তার করা যাবে না। ভিডিও কনফারেন্সে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিল পুলিশ। ভিডিও কনফারেন্সে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিল পুলিশ। তবে সেক্ষেত্রে ৭২ ঘণ্টা আগে নোটিস দিতে হবে।বিচারপতি বলেন, “কোনও প্রমাণ ছাড়া অফিসারের বিরুদ্ধে গুরুতর আহত করার ধারা কেন যুক্ত করলেন? কেস ডায়েরিতে আঁচড় বা গুরুতর আঘাতের কোনও উল্লেখ নেই। তাও কীভাবে ৩২৫ ধারা? কে তদন্ত করছিলেন? প্রাথমিক তদন্তের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন?” পালটা যুক্তি দেয় রাজ্য। দাবি, কোনও মহিলা যদি এসে অভিযোগ করেন থানায়, তাহলে পুলিশ

এরপর ৩ পাতায়

ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে

কমিশনের দ্বারস্থ বিজেপি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কমিশনের দ্বারস্থ বিজেপি। অভিযোগে, রাজয় সরকারি স্কুলে বিলি করা খাতায় মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমোর ছবি রয়েছে। যা আদপে নির্বাচনী বিধিভঙ্গ বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের। বিষয়টি নিয়ে মমতা এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে তারা।প্রসঙ্গত, নির্বাচনী জনসভার মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে অসাংবিধানিক ভাষা প্রয়োগ করার অভিযোগ উঠেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশ জানিয়েছিল বিজেপির। এছাড়া চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারের বিরুদ্ধেও কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। দেশজুড়ে ভোটের ঘণ্টা বেজেছে। নির্বাচনী আচরণবিধি জারি হয়েছে। এমন সময় তৃণমূল সুপ্রিমোর বিরুদ্ধে আচরণবিধি ভাঙার অভিযোগ উঠল। সরকারি স্কুলে পড়ুয়াদের খাতা দেয় শিক্ষাদপ্তর। সরকারি স্কুলে যে সমস্ত খাতা দেওয়া হচ্ছে তাতে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি। বিজেপির দাবি, খাতায় এই ছবি আদতে রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপনের কাজ করছে। অথচ নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী যা নিষিদ্ধ। এই যুক্তি তুলে ধরে কমিশনের দ্বারস্থ হল বিজেপি। ওই খাতা থেকে মমতার ছবি সরানোর দাবি জানিয়েছে তাঁরা। এই প্রথম নয়, এর আগেও একবার মমতার বিরুদ্ধে কমিশনে গিয়েছিল বিজেপি।

শাহের ভাষণের বেশিরভাগ অংশ জুড়েই আক্রমণের নিশানায় ছিল

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরুদ্ধে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্রত্যাশিতভাবেই বাংলার ভোট প্রচারে এসে সন্দেশখালির প্রসঙ্গ টেনে আনলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।বুধবার বালুরঘাটের বুনিয়াদপুরের সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ করে অমিত শাহ বলেন, "এত রাগে বোতাম টিপবেন যেন কলকাতায় মমতা দিদির গায়ে কারেন্ট লাগে।"গত শনিবার ভূপতিগরে বোমা বিস্ফোরণের তদন্তে গিয়ে গ্রামবাসীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন এনআইএ আধিকারিকরা। ওই ঘটনা এনআইএ আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও রাতের অন্ধকারে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে মহিলাদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছে তৃণমূল। এদিন ভূপতিনগরের প্রসঙ্গ টেনে শাহর হুঁশিয়ারি, "সবাইকে উল্টো ঝুলিয়ে সোজা করা হবে।"এদিন শাহের ভাষণের বেশিরভাগ অংশ জুড়েই আক্রমণের নিশানায় ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্দেশখালির মহিলাদের অত্যাচারের প্রসঙ্গ টেনে শাহের অভিযোগ, সন্দেশখালির মতো লজ্জাজনক ঘটনা নিয়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতি করছেন! এর বিরুদ্ধে জনমতকে এক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে শাহ বলেন, "বিজেপি অসমে অনুপ্রবেশ বন্ধ করেছে। বাংলার ক্ষমতায় এলে এখানেও অনুপ্রবেশ বন্ধ করা হবে।"

এই প্রসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সিএএ ইস্যুতে মানুষকে ভুল বোঝানোর অভিযোগ এনেছেন অমিত। দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সমর্থনে বালুরঘাটের সভা থেকে জনতার উদ্দেশে শাহ বলেন, "মমতা দিদি বাংলার লোকেদের বোকা বানাচ্ছেন। আমি আপনাদের বলছি, ভয় না পেয়ে শরণার্থীরা নাগরিকত্বের আবেদন করুন, কারও নাম বাদ যাবে না।'

মতুয়া সমাজের প্রথম নারী হিসেবে

বুধবার রাজ্যসভায় শপথ নিলেন মমতাবালা ঠাকুর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মতুয়া সমাজের প্রথম নারী হিসেবে বুধবার রাজ্যসভায় শপথ নিলেন মমতাবালা ঠাকুর। কিন্তু রাজ্যসভায় শপথ নিতে গিয়ে তাঁকে 'নোংরা রাজনীতির' মুখোমুখি হতে হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মমতাবালা।এ ব্যাপারে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়ের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। তবে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী বা বিজেপি মুখে মতুয়া সমাজের কথা বললেও আসলে ওরা যে মতুয়াদের সম্মান করে না তা এঘটনা থেকেই স্পষ্ট। তাই মমতাবালাকে দ্বিতীয়বার শপথ নিতে হল।এদিন শপথ নেওয়ার শুরুতে মতুয়া সম্প্রদায়ের ঠাকুর হরিচাঁদ, গুরুচাঁদের নামোচ্চারণ করেন মমতাবালা। এজন্য তাঁর প্রথম

এরপর ৩ পাতায়

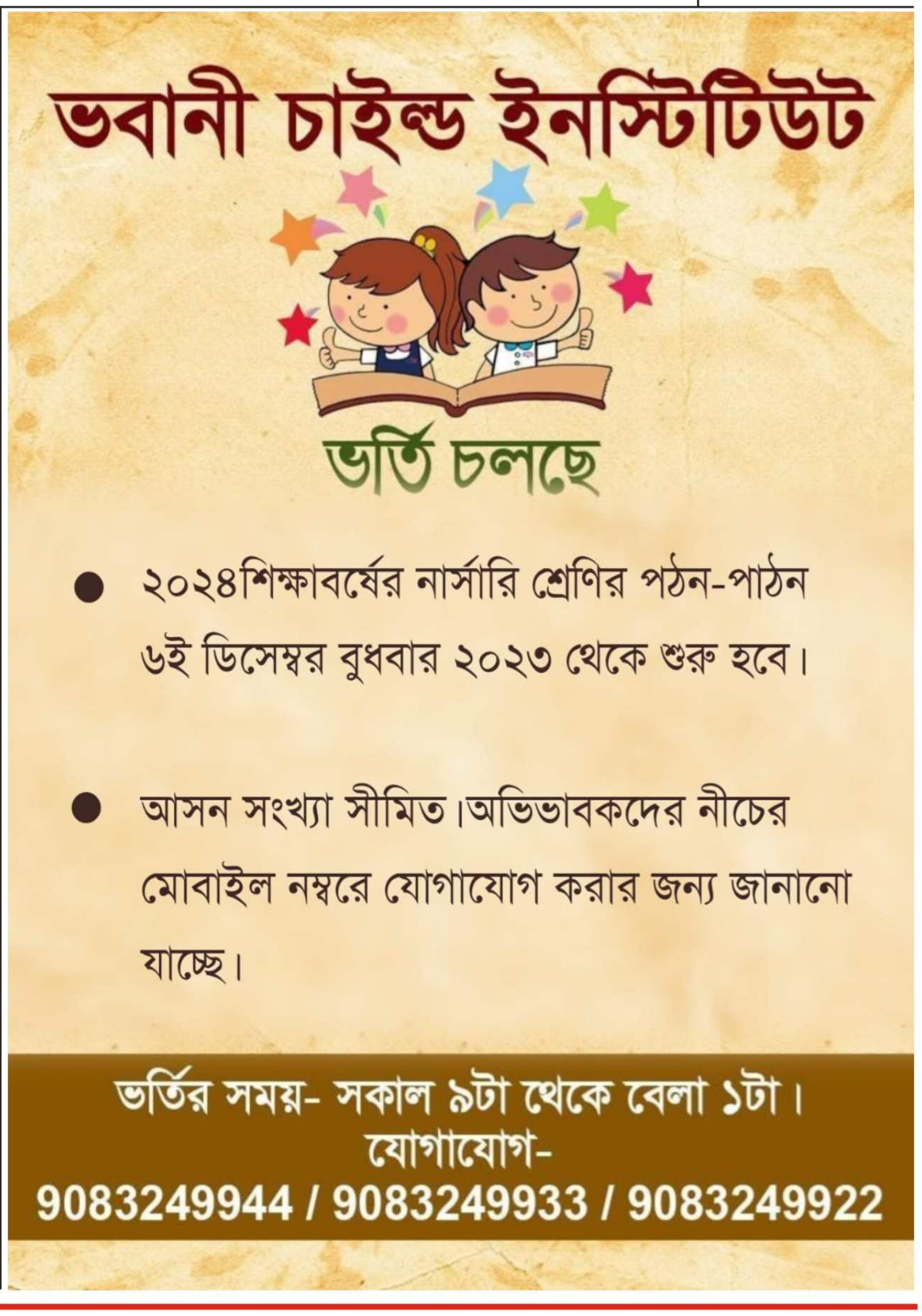

সন্দেশখালিতে পুলিশ আক্রান্তর ঘটনাতে রহস্য ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে

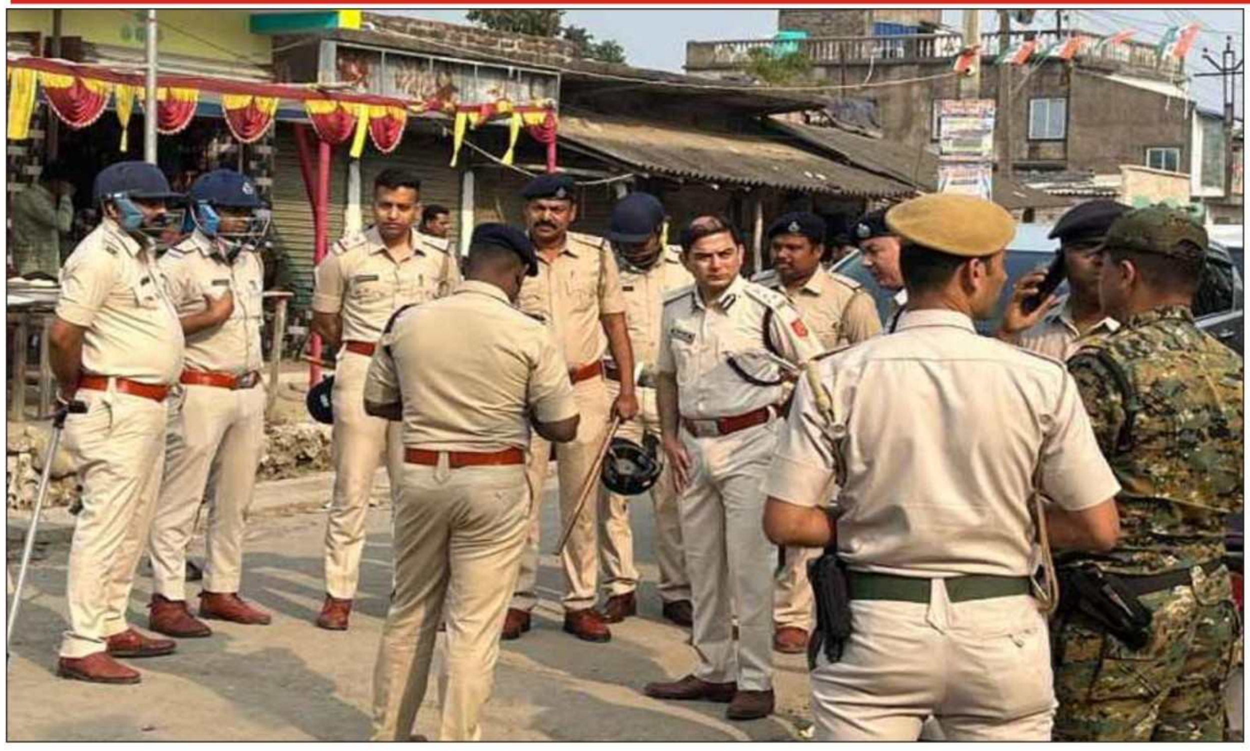

বসিরহাট: নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালিতে পুলিশ আক্রান্তর ঘটনাতে রহস্য ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। এই ঘটনায় আটক তিনজনকে ৮ ঘণ্টা জেরা করার পর নির্দোষ বলে ছেড়ে দেয় পুলিশ । একে কেন্দ্র করে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে।সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ৫,ই জানুয়ারি ইডি আক্রান্তের পর রাজ্য পুলিশ আক্রান্ত নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে রাজ্য রাজনীতি। তাকে উদ্ধার করে সন্দেশখালি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করলে অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়া কলকাতা একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। তার অপারেশন হওয়ার পর তিনি সুস্থ রয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে গেট ভেঙে দোতলায় কি করে দুষ্কৃতীরা উঠলো? আর কেউ দেখতে পেল না পাশের ঘরে তার সহকর্মী শুয়ে ছিল সেও জানতে পারল না কেনো?সময় যতো এগোচ্ছে পুলিশ আক্রান্তর ঘটনাতে তত রহস্য ঘনিভূত হচ্ছে। এই ঘটনায় একাধিক প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। যার উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারী অফিসার রা।ইতিমধ্যে সন্দেশখালির কনস্টেবল সন্দীপ সাহার মাথায় অপারেশন হয়েছে। সুস্থ রয়েছেন তিনি। পুলিশ আক্রান্তর ঘটনাতে রীতিমতো তোলপাড় পুলিশমহল। রাজ্য তৃণমূলের ওপরে এই দায় চাপালেও সরাসরি বলা হয়েছিল যে এই ঘটনায় যারা দোষী তারা যে দলরেই হোক, রঙ না দেখে তাদের গ্রেফতার করতে হবে। তিন জনকে পুলিশ শিতুলিয়া গ্রাম থেকে আটক করে। তারা হলেন সিদ্ধার্থ মন্ডল, দিব্যেন্দু দাস, শিবু মন্ডল।

এদেরকে পুলিশ আটক করে আট ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করলেও বিভিন্ন সময় তদন্তে উঠে আসে তারা নির্দোষ। তাই জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাদেরকে ছেড়ে দেয় পুলিশ নির্দোষ বলে। ইতিমধ্যে পুলিশ সূত্রের খবর, কনস্টেবল সন্দীপ সাহার বয়ানে একাধিক অসংগতি পাওয়া গেছে। সোমবার রাত্রে সাড়ে বারোটা নাগাদ শিতুলিয়া পুলিশ ক্যাম্পে দোতালায় ঘুমাচ্ছিল সন্দীপ সাহা। সেই সময় নাকি একদল দুষ্কৃতী গিয়ে তার মাথায় লোয়ার রড দিয়ে বাড়ি মারে। সেই অবস্থায় তিনি ফোন করেন তার সহকর্মী সৌমিত্র মন্ডলকে। ঐদিন দুই পুলিশ কর্মী কর্মরত ছিল।

বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলে নিখোঁজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তৃণমূলের দলীয় পতাকা ধরে তাদের সঙ্গে কাজ করতে হবে। বিজেপি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। না হলে ছেলে ফিরে পাওয়া যাবে না। তৃণমূল নেতারা এমনই দাবি করছেন ডায়মন্ডহারবারে। বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলে নিখোঁজ। তাতে অভিযুক্ত তৃণমূল।

বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পান্ডা বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন।এর নাম কি ডায়মন্ড হারবার মডেল? সেই প্রশ্ন তুলেছেন শঙ্কুদেব। পুলিশ এমন নিষ্ক্রিয় কেন? কেন পুলিশ তদন্ত করছে না? ভোটের আগে পুলিশ আধিকারিকদের অবিলম্বে বদল করা উচিত। এমন দাবি তুলেছেন তিনি। ছেলে নিখোঁজের সঙ্গে বুচান, জাহাঙ্গির নামক স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের সম্পর্ক রয়েছে। এমন অভিযোগ করা হচ্ছে।

নোদাখালি, সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুর বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি কর্মী - সমর্থকদের পরিবারের সদস্যদের টার্গেট করা হচ্ছে। বাড়ির ছোট ছোট সন্তানদের টার্গেট করা হচ্ছে। এমনই গুরুতর অভিযোগ করেছেন শঙ্কুদেব পান্ডার। সেখানে নিখোঁজ বালকের পরিবারের সদস্যদের আনা হয়েছিল। নোদাখালি থানার পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানাতে যাওয়া হয়। কিন্তু পুলিশ কোনও অভিযোগ শুনতে চায়নি। তৃণমূল নেতাদের কাছে যেতে বলা হয়েছে। এমনই গুরুতর অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে।

ডায়মন্ড হারবার পঞ্চায়েতের বিজেপির সদস্য কৌশিক খাঁড়া। ১ এপ্রিল থেকে তার ছেলে নিখোঁজ হয়ে রয়েছে। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়। কিন্তু পুলিশ কোনও তদন্তই করছে না বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, তৃণমূল নেতাদের কাছ থেকে বার্তা এসেছে। কৌশিক খাঁড়া বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিক। তাহলেই ছেলে বাড়ি ফিরে আসবে।

আরও এক বিজেপি নেতার কাছেও হুমকি এসেছে। তার মেয়েকে অপহরণ করা হবে। তিনি বিজেপি দল না ছাড়লে মেয়েকে অপহরণ করা হবে। এই পরিস্থিতিতে এলাকার বিজেপি কর্মী সমর্থকরা আতঙ্কে রয়েছেন। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন শঙ্কুদেব পান্ডা। তিনি এলাকার সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলছেন।

দিল্লির নির্বাচিত সরকার ভেঙে রাষ্ট্রপতি শাসনের
ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে বিজেপি, যদিও বিজেপি নেতৃত্ব সরাসরি ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছে

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : জল্পনাই সত্যি হলো। আবগারি নীতি কেলেঙ্কারি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতারের পরে আম আদমি পার্টিতে ভাঙন শুরু হল। বুধবার আচমকাই আপ ছাড়ার পাশাপাশি কেজরির মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী রাজকুমার আনন্দ। সূত্রের খবর, ইডির গ্রেফতারির ভয়েই আপের সঙ্গে সম্পর্কছেদ করেছেন পটেল নগরের বিধায়ক। মুখ্যমন্ত্রী অরবিনদ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতারের পরেই আম আদমি পার্টির নেতা-কর্মীরা খানিকটা মুষড়ে পড়েন। আতিশী মারতলেনা, সৌরভ ভরদ্বাজরা অভিযোগ করেন, দল ছাড়ার জন্য তাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে মোটা অঙ্কের টাকা ঘুষ দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। দিল্লির নির্বাচিত সরকার ভেঙে রাষ্ট্রপতি শাসনের ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে বিজেপি। যদিও বিজেপি নেতৃত্ব সরাসরি ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সূত্রের খবর, কেজরিওয়ালের গ্রেফতারের পরেই ভয় পেয়ে যান দিল্লির সমাজকল্যাণ মন্ত্রী রাজকুমার আনন্দ। পুরনো মামলায় ইডি তাঁকে জেলে পুরতে পারে বলে আশঙ্কায় আপের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছেন। এদিন আপ ও মন্ত্রিত্ব ছাড়ার প্রসঙ্গে অবশ্য অন্য সুরই শোনা গিয়েছে ইডির স্ক্যানারে থাকা পটেল নগরের বিধায়কের গলায়। সাংবাদিকদের তিনি বলেন,

এরপর ৩ পাতায়

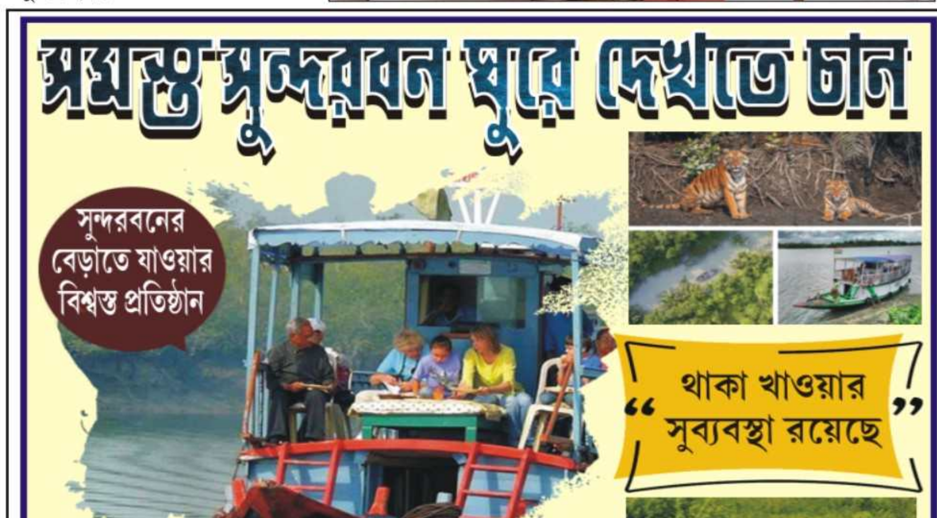

খড়গ্রামে গোলাগুলি ঘটনায়
মোট দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : খড়গ্রামে গোলাগুলি এবং অশান্তির ঘটনায় মোট দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কুতুবউদ্দিন শেখ নামে ধৃত ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করানো হলে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পাশাপাশি ওই ঘটনাতেই বাইতুল্লা শেখ নামে আরও এক জনকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সোমবার বিকেলে নদীর চরে মাটি কাটাকে বচসা চলাকালীন লাটু শেখ, আবুল শেখ, সারুল শেখ এবং কবীর শেখ নামে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র বার করে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করা হয় বলে অভিযোগ। সব মিলিয়ে মোট ১৮ রাউন্ড গুলি চালায় বলে আক্রান্তদের দাবি। আক্রমণকারীদের হাত থেকে বাঁচতে পালিয়ে গিয়ে দু'জন স্থানীয় মসজিদে আশ্রয় নেন। সেখানেও তাঁদের উপরের আক্রমণ চালানো হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে মসজিদের ভিতর থেকে দু'জনকে উদ্ধার করে। এই ঘটনা নিয়ে জেলা পুলিশ সুপার সূর্য প্রতাপ যাদব বলেন, "দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এক জনকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তদন্ত চলছে।"সোমবার খড়গ্রামের সাদলে দুই গোষ্ঠীর কোন্দলে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে এলাকা। অভিযোগ, বিবদমান দুই গোষ্ঠীই তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী এবং সমর্থক। একটি জমি দখলকে কেন্দ্র করে অশান্তির সূত্রপাত হয়। কয়েক রাউন্ড গুলি চলে। গুলিবিদ্ধ হন মোট চার জন। অস্ত্র নিয়ে মারামারি করে জখম হন আরও ছ'জন।

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ঘটনার তদন্তে নেমে রাতেই এলাকা থেকে কুতুবুদ্দিন শেখ এবং বাইতুল্লা শেখ নামে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার তাঁদের কান্দি আদালতে হাজির করে পুলিশ। কুতুবুদ্দিনকে পাঁচ দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে নিতে আবেদন করা হলে বিচারক তাঁকে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি বাইতুল্লাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

প্রথমদফার লোকসভা নির্বাচনে
সবচেয়ে ধনী প্রার্থী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র তিনি। রাজনৈতিক নেতা হলেও সম্পত্তিতে যে কোনও শিল্পপতিকে লজ্জা দিতে পারেন কমলপুত্র নকুল নাথ। হিসেব বলছে, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে ছিন্দওয়াড়ার কংগ্রেস প্রার্থী নকুলের সম্পত্তির পরিমাণ ৭১৭ কোটি টাকা।প্রসঙ্গত, কংগ্রেসের দুর্গ হিসেবে পরিচিত মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়াড়া। ১৯৫২ সাল থেকে এই কেন্দ্র নিজেদের দখলে রেখেছে হাত শিবির। মাঝে অবশ্য একবারের জন্য কেন্দ্রটি বিজেপির কাছে হাত বদল হয়। কমলনাথ নিজে এই কেন্দ্রে ৯ বার জয়ী হন। ২০১৯ সালের নির্বাচনে ছিন্দওয়াড়ার প্রার্থী হন নকুল নাথ। অবশ্য লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে কমল ও নকুলকে নিয়ে তীব্র জল্পনা শুরু হয়েছিল জাতীয় রাজনীতিতে। ইন্দিরা গান্ধীর 'তৃতীয় পুত্র' হিসেবে পরিচিত কমল নাথ ও তাঁর পুত্রের বিজেপি যোগের সম্ভাবনার খবর প্রকাশ্যে আসে। যদিও শেষ পর্যন্ত সব জল্পনায় ইতি টানেন মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম স্তম্ভ কমল নাথ। রিপোর্ট বলছে, প্রথমদফার লোকসভা নির্বাচনে তিনিই সবচেয়ে ধনী প্রার্থী, এমনটাই জানা যাচ্ছে কমিশন সূত্রে। শুধু তাই নয়, শেষ ৫ বছরে তাঁর সম্পত্তি বেড়েছে ব্যাপক হারে।

নির্বাচন কমিশনের হলফনামা থেকে জানা যাচ্ছে, অসংখ্য শেয়ার, বন্ড মিলিয়ে নকুল নাথের অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৬৬৮.৮৬ কোটি

এরপর ৩ পাতায়

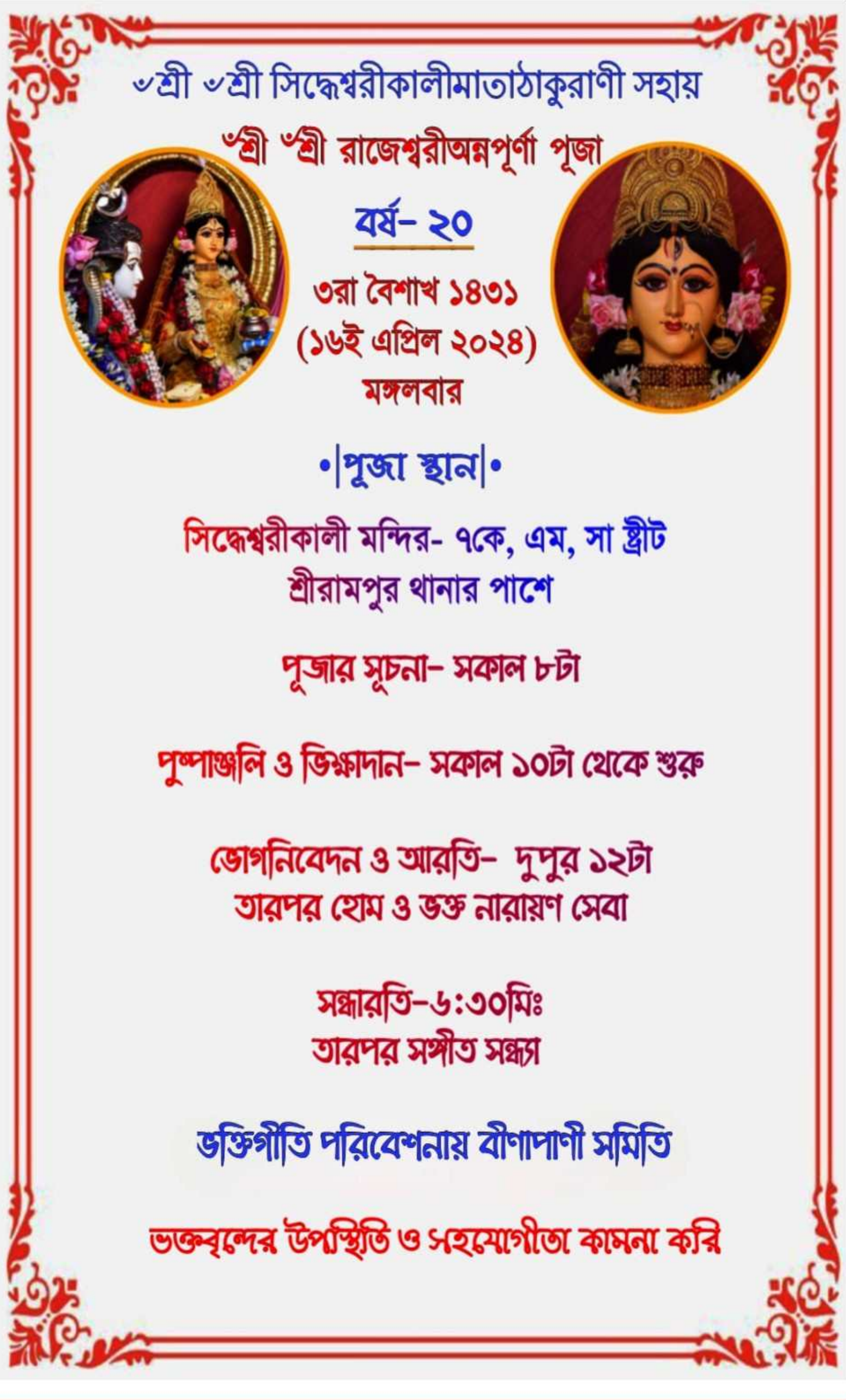

মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক

পরীক্ষার ফলাফল কবে প্রকাশিত হবে তা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন পরীক্ষার্থীরা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ১৯ তারিখ প্রথম দফার নির্বাচন। সাত দফায় ভোট হবে রাজ্যে। এই পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল কবে প্রকাশিত হবে তা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা। তাঁদের সংশয় দূর করেছে পর্ষদ।অন্যদিকে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল কবে প্রকাশিত হবে তা নিয়েও ইঙ্গিত দিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। জানা গিয়েছে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই ফলাফল প্রকাশ করা হবে। তবে পরীক্ষার্থীরা কীভাবে মার্কসিট হাতে পাবেন তা নিয়ে এখনও সুনির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনার কথা জানায়নি পর্ষদ। এদিকে আগামী ৬ মে থেকে রাজ্যের সব স্কুলে গরমের ছুটি পড়ে যাচ্ছে। এদিকে আবার সাত দফায় ভোটও রয়েছে রাজ্যে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ভোটের জন্য আটকাবেনা ফলাফল প্রকাশ।

ভোটের জন্য একাধিক জেলায় আবার বিভিন্ন পর্যায়ে ছুটি রয়েছে। এপ্রিল মাসে উত্তরবঙ্গে ভোট রয়েছে। সেকারণে একাধিক পর্যায়ে ভোটের জন্য উত্তরবঙ্গের স্কুলগুলিতে দফায় দফায় ছুটি থাকবে। সেক্ষেত্রে মার্কশিট বিতরণেও সমস্যা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।এপ্রিল মাসের শেষে এবং মে মাসের প্রথমেই প্রকাশিত হয়ে যাবে দুটি পরীক্ষার ফলাফল। কোন পরীক্ষার ফলাফল কবে প্রকাশ করা হবে তার দিনক্ষণ এখনও সুনিশ্চিত করে জানানো হয়নি। জানা গিয়েছে চলতি মাসেই প্রকাশিত হয়ে যাবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। সাধারণত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলই আগে প্রকাশ করা হয়। এবারও তার অন্যথা হবে না। জানা গিয়েছে এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহেই হয়তো উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে। তবে মার্কশিট পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ১৫ দিন পর হাতে পাবেন পরীক্ষার্থীরা। অনলাইনে মার্কশিট পেতে পারবেন। এই বছরে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ৮ লক্ষ পরীক্ষার্থী।

মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক
পরীক্ষার ফলাফল কবে প্রকাশিত হবে তা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন পরীক্ষার্থীরা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ওয়াটগঞ্জের পর হুগলির গোঘাট। রাঙামাটির জঙ্গলে তরুণীর অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধারের ঘটনায় নয়া মোড়। এই ঘটনার নেপথ্যেও তন্ত্রসাধনার যোগ রয়েছে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যে এক তান্ত্রিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জেরায় ধৃত জানায়,

এরপর ৪ পাতায়

৩ পাতার পর

দিল্লির নির্বাচিত সরকার ভেঙে রাষ্ট্রপতি শাসনের ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে বিজেপি, যদিও বিজেপি নেতৃত্ব সরাসরি ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছে

'দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আম আদমি পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম। আর আজ সেই দলই দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে।' দুর্নীতির অভিযোগে তাঁর বাড়িতে ইডির তল্লাশি নিয়ে অবশ্য কোনও মন্তব্য করেননি রাজকুমার।রাজস্ব গোয়েন্দা দফতরের (ডিআরআই) পক্ষ থেকে রাজ কুমার আনন্দের বিরুদ্ধে শুল্ক কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ তুলে আদালতে মামলা দায়ের হয়েছিল। আমদানি শুল্ক ফাঁকি দিয়ে প্রায় সাত কোটি টাকা আন্তর্জাতিক হাওয়ালা চক্রের মাধ্যমে বিদেশে সরিয়েছিলেন বলে আপ বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে রাজস্ব গোয়েন্দা দফতর। ওই অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত বছর ২ নভেম্বর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির পক্ষ থেকে দিল্লির সমাজকল্যান মন্ত্রী তথা পটেল নগরের আপ বিধায়কের বাড়িতে দিনভর তল্লাশি চালানো হয়।

১-ম পাতার পর

মতুয়া সমাজের প্রথম নারী হিসেবে বুধবার রাজ্যসভায় শপথ নিলেন মমতাবালা ঠাকুর

শপথটি বাতিল করে দেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপ রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়। মমতাবালা বলেন, "আমি আমার ঠাকুর হরিচাঁদ, গুরুচাঁদের নাম নেওয়াতে আমার প্রথম শপথ বাতিল করে দেওয়া হল। আমাকে দ্বিতীয়বার শপথ নিতে বাধ্য করা হল। কিন্তু বিজেপি-সহ অন্যান্য দলের সদস্যরা তাঁদের ঠাকুরের নাম করে শপথ নিলেও তাঁদের শপথ বাতিল করা হয়নি। এটা কী ধরনের দ্বিচারিতা?" মমতাবালা আরও বলেন, "এর আগে আমি লোকসভায়.যখন শপথ নিয়েছিলাম তখন হরিচাঁদ, গুরুচাঁদ ঠাকুরের নামে শপথ নিয়েছিলাম। তাহলে এখন কেন নিতে দেওয়া হল না? তাছাড়া বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরও তো আগে ঠাকুর হরিচাঁদ, গুরুচাঁদের নামে শপথ নিয়েছিল। তখন কেন শপথ বাতিল করা হয়নি। আসলে এটা নোংরামি ছাড়া আর কিছু নয়!"

রাজ্যে এনআইএ এবং বিজেপির যোগসাজশ নিয়েও সুর চড়িয়েছে জোড়াফুল শিবির

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : শিয়রে লোকসভা নির্বাচনে। এই আবহে কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে বেছে বেছে বিরোধীদের নিশানা করছে বিজেপি। একাধিকবার এই অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস । রাজ্যে এনআইএ এবং বিজেপির যোগসাজশ নিয়েও সুর চড়িয়েছে জোড়াফুল শিবির। এবার ফের একবার এই নিয়ে পদ্ম শিবিরকে নিশানা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিষেক এদিন বলেন, বিজেপি নিরপেক্ষ, অবাধ নির্বাচন চায় না। সেই জন্য ভোটের আগেই মাঠ ফাঁকা করতে শুরু করেছে। তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড বলেন, 'নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীদের জেলে ভরে দিচ্ছে। বিজেপির সঙ্গে বৈঠক করার পর অঞ্চল সভাপতিদের বাড়িতে হাজির হচ্ছে এনআইএ। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে উনি লড়াই করবেন, লড়ুন না! কিন্তু বেছে বেছে কেন ধরছেন? মাথা বিক্রি করলে ধোয়া তুলসীপাতা, আর না বিক্রি করলে ইডি, সিবিআই হাজির হচ্ছে'। সিপিএমের প্রসঙ্গ টেনে এরপর অভিষেক বলেন, 'সিপিএম ভেবেছিল, চিরকাল ওরা বাংলায় ক্ষমতায় থাকবে। কিন্তু এখন ওরা শূন্য। বিজেপির কী পরিণতি হয় দেখবেন। বাঁচানোর কেউ থাকবে না'। তৃণমূল নেতার কথায়, মানুষ এই ধরণের রাজনীতি পছন্দ করে না।বিজেপির কী পরিণতি হয় দেখবেন, বাঁচানোর কেউ থাকবে না', মন্তব্য করেন তিনি।

মঙ্গলবার সিঙ্গুরে সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন অভিষেক। সেখান থেকে কেন্দ্র এবং বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তিনি দাবি করেন, বাংলায় এনআইএ-বিজেপির 'আঁতাতে'র বেশ কিছু নথিপত্র তুলে ধরেছে তৃণমূল শিবির, তা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে কোনও প্রকার সক্রিয়তা দেখানো হচ্ছে না।

লোকসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় এজেন্সি ব্যবহার করে বিরোধীদের নিশানার অভিযোগ তোলা হয়েছে বিজেপির বিরুদ্ধে। এদিন অভিষেক বলেন, 'বিজেপি ভীত সন্ত্রস্ত। ওরা ভয় পাচ্ছে। মানুষের ওপর ওরা বিশ্বাস রাখতে পারছে না। ভয় থেকে এসব করছে। গণতন্ত্রের উৎসব হল নির্বাচন। কিন্তু সেই নির্বাচন প্রক্রিয়াতেই যাতে কেউ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ না করতে পারে সেটার ব্যবস্থা করছে ওরা। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের চিহ্নিত করে তাদের প্রার্থী, অঞ্চল সভাপতিদের হেনস্থা করা হচ্ছে'।

তৃণমূল 'সেনাপতি'র কথায়, বিজেপির কাছে যারা বশ্যতা স্বীকার করেছেন, যারা মেরুদণ্ড বিক্রি করে দিয়েছেন তাঁদের ইডি, সিবিআই ডাকে না। আর যারা করেননি, তাঁদের জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের গ্রেফতারির কথা বলেন তিনি। একইসঙ্গে দাবি করেন, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বশ্যতা স্বীকার করেছেন, তাই সারদায় নাম থাকলেও তাঁকে কেন্দ্রীয় এজেন্সি ডাকে না।

১-ম পাতার পর

ভূপতিনগর বিস্ফোরণ কাণ্ডে রক্ষাকবচ পেল এন আই এ

তা গ্রহণ করতে বাধ্য। অভিযুক্তের স্ত্রীর অভিযোগ নিয়ে কেন পুলিশ এত উদ্বিগ্ন, সে প্রশ্নও তোলেন বিচারপতি। সওয়াল জবাব শেষে ভূপতিনগর বিস্ফোরণ কাণ্ডে রক্ষাকবচ পেল এন আই এ।পূর্ব মেদিনীপুর ভগবানপুর ২ ব্লকের ভূপতিনগর থানা এলাকায় নাড়ুয়াবিড়লা গ্রামে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। মৃত্যু হয় ৩ জনের। নিহতদের একজনের স্ত্রী থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন, বাজি তৈরি করার সময় এই বিস্ফোরণ হতে পারে। যেখানে বিস্ফোরণ হয়, তা এক তৃণমূল নেতার বাড়ি বলেও অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবিতে কলকাতা হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। বিজেপির তরফে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে চিঠি লেখা হয়। তার পরেই এনআইএ তদন্ত শুরু হয়। গত শনিবার এই বিস্ফোরণ মামলার তদন্তে গ্রামে যান এনআইএ আধিকারিকরা। অভিযোগ, দুই তৃণমূল নেতাকে নিয়ে এলাকা থেকে বেরোনোর সময় আধিকারিকদের উপর হামলা হয়। তা নিয়ে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি।আক্রান্ত হওয়ার পরেও এনআইএ আধিকারিকদের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের হয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে এদিন হাই কোর্টে এনআইএ-র আইনজীবী জানান, সন্দেশখালি এবং ভূপতিনগরে একই ঘটনা ঘটেছে। আদালতের নির্দেশ মেনে ভূপতিনগরে গিয়ে আক্রান্ত হন আধিকারিকরা। অথচ এনআইএ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে। ওই এফআইআরের ভিত্তিতে যাতে কোনও পদক্ষেপ না নেয় পুলিশ, সেই আর্জি জানায় আদালতে। রাজ্যের দাবি, পুলিশের সঙ্গে সঠিকভাবে যোগাযোগই করেনি এনআইএ। এর পরই আদালতে ভর্তসনার মুখে পড়ে রাজ্য পুলিশ।

২ পাতার পর

প্রথমদফার লোকসভা নির্বাচনে সবচেয়ে ধনী প্রার্থী

টাকা। এর পাশাপাশি তাঁর স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৪৮.০৭ কোটি। সব মিলিয়ে কমল পুত্রের মোট সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৭১৬ কোটি টাকা। এছাড়াও রিপোর্ট বলছে, ২০১৯ সালে নকুলের সম্পত্তি ছিল ৬৬০ কোটি টাকা।অর্থাৎ শেষ ৫ বছরে ৫৬ কোটি টাকার মতো সম্পত্তি বেড়েছে নকুলের। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সম্পত্তির হিসেবে নকুলের নিজের কোনও গাড়ি নেই।এদিকে প্রথম দফার নির্বাচনে সম্পত্তির নিরিখে নকুলের ঠিক পরেই সম্পত্তিতে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন দক্ষিণি নেতা অশোক কুমার। তামিলনাড়ুর এডোর কেন্দ্রের এই এআইডিএমকে নেতার সম্পত্তির পরিমাণ ৬৬২ কোটি টাকা। এবং টাকার অংকে তৃতীয় স্থানে তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবানাথন যাদব। নিজের হলফনামায় সম্পত্তির তিনি সম্পত্তির হিসেব দিয়েছেন ৩০৪ কোটি টাকা।

পুলিশ ও আবগারি দফতরের সাঁকরাইলের বিভিন্ন গ্রামে চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান

অরুপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: নিউজ সারাদিন : বুধবার ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন তুলসীবনী, বেনাগেড়িয়া, ভালুকখুলিয়া সহ একাধিক এলাকায় সাঁকরাইল থানার পুলিশ ও আবগারী দপ্তরের কর্মীদের যৌথ উদ্যোগে চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয় । তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রচুর চোলাই মদ নষ্ট করে দেয় পুলিশ। বেআইনিভাবে গজিয়ে ওঠা বুধবার সাঁকরাইল থানার পুলিশ ও আবগারি দফতরের কর্মীরা গিয়ে তল্লাশি অভিযান চালায়। তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ১৩০ লিটার চোলাই মদ ও ৩৮২০ লিটার চোলাই

এরপর ৪ পাতায়

সাংবাদিক ও বই লেখক

মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে গুণীজন সংবর্ধনা রাষ্ট্রপতির প্রসংশিত শিল্পী স্বপন দত্ত বাউলের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্রতিভাবন ব্যাক্তিত্ব , গুণীজনদের, সংবর্ধনা দেবার মত আমার যোগ্যতা নেই । তবুও আমি স্বপন দত্ত আমার রেজিস্টার্ড সংস্থার নামে আমি বাংলার, ভারতের, ও বিদেশের সেই সমস্ত নবীন প্রতিভা, প্রতিভাবান ব্যাক্তিত্বকে এবং গুণীজন ব্যাক্তিত্ববর্গকে গুণীজন সংবর্ধনার রঙে রাঙিয়ে আশির্বাদ মাখা শুভেচ্ছা বার্তা দিতে পেরে আমি ধন্য। সুন্দরবনের হেদিয়ার মৃত্যুঞ্জয় সরদারের দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখি , সাংবাদিকতা ও সম্পাদনা , বই লেখা দেখে আমি মুগ্ধ। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের রেজিস্টার্ড মধুমিতা বিদ্যা মন্দির ও বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের অনুমোদিত মধুমিতা মিউজিক অ্যান্ড আর্ট ইনস্টিটিউশন (শিল্প কলা সংস্কৃতির) পক্ষ থেকে আমি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রসংশিত ও আশির্বাদ ধন্য শিল্পী ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ লোক শিল্পীর সম্মানে মহাত্মা গান্ধী শান্তি পুরস্কারে সম্মানিত ও বহুমুখী প্রতিভায় সম্মানিত স্বপন দত্ত বাউল মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে গুণীজন সংবর্ধনায় সম্মানিত করতে পেরে আমি ও আমার সংস্থা আমরাও সম্মানিত।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ৯৯ সংখ্যা ১১ এপ্রিল, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ২৮ চৈত্র, ১৪৩০

কংগ্রেসের ইস্তেহারের

ছত্রে ছত্রে মুসলিম লিগের ছায়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শিয়রে ভোট। কটাক্ষ, পালটা কটাক্ষের ফুলঝুরিতে বাজার গরম। মোদি বলেছিলেন, 'কংগ্রেসের ইস্তেহারের ছত্রে ছত্রে মুসলিম লিগের ছায়া।' পালটা রাহুল গান্ধী তাঁকে ইতিহাসের পাঠ দিলেন। মনে করালেন, 'বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে কারা হাত মিলিয়েছিল, কারা ব্রিটিশদের সঙ্গ দিয়েছিল। উল্লেখ্য, কংগ্রেস ইস্তেহার প্রকাশ করার পর দেশভাগ প্রসঙ্গ টেনে খোঁচা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারতের স্বাধীনতার সময় মুসলিম লিগ যে চিন্তাভাবনা করত, কংগ্রেসের ইস্তেহারে সেই ধরনের ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে।" বস্তুত, কংগ্রেসকে বিঁধতে দেশভাগের ইতিহাসের আশ্রয় নেন প্রধানমন্ত্রী। রাহুলও সেই ইতিহাসকেই হাতিয়ার করলেন।ইতিহাসের পাতায় সব লেখা আছে। হাজার চেষ্টা করলেও ভুলিয়ে দেওয়া যাবে না।"

প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে লিখেছেন,"এবারের নির্বাচন দুই বিচারধারার লড়াই। একদিকে কংগ্রেস , যারা বরাবর ভারতের ঐক্যের পক্ষে। অন্যদিকে, আরেক পক্ষ যারা সবসময় গোটা দেশে বিভাজনের চেষ্টা করে গিয়েছে।" রাহুলের অভিযোগ, "ইতিহাস সাক্ষী আছে, কারা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁদের শক্তিশালী করেছিল। আর কারা স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল।"

প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি বলছেন, "ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় কারা ইংরেজদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল সবাই জানে। যখন ভারতের জেলগুলো কংগ্রেসের নেতারা ভরিয়ে ফেলেছেন, তখন কারা বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার চালাচ্ছিল।" রাহুলের প্রশ্ন, "রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে মিথ্যার ফুলঝুরি ছোটালেই ইতিহাস বদলে ফেলা যায় না।"

সম্পাদকীয়

বাম আমলে প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রায় ৪০০ জনকে চাকরি দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট

প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বিরাট রায় দিলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। বাম আমলে প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রায় ৪০০ জনকে চাকরি দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট । বেঁধে দেওয়া হল টাইট ডেডলাইন।সুপ্রিম কোর্ট নয়া তৃণমূল সরকারের পক্ষে রায় দিলেও জানায়, বাম আমলে চাকরিতে আবেদনকারীদেরও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ দিতে হবে। ওই প্যানেলের ক্ষেত্রে নতুন করে কোনো আবেদন নেওয়া যাবে না। এরপর আদালতের নির্দেশ মেনে ২০১৪ সালে ওই প্যানেলেই ফের নিয়োগ শুরু করে তৃণমূল সরকার। তবে এখানেও জট কাটেনি। ২০১৫ সালে বাম আমলের নিয়োগ সংক্রান্ত প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এরপর গোপালচন্দ্র কাঞ্জি-সহ বেশ কিছু চাকরিপ্রার্থী নিয়োগে কারচুপির অভিযোগ তুলে ফের মামলা দায়ের করেন।

তাদের অভিযোগ ছিল, শিক্ষক হওয়ার নূন্যতম যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও নতুন আবেদনকারীকে ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। অনেকেই চাকরি পেয়েছে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার ত্রুটি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। সিবিআই তদন্তেরও দাবি তোলা হয়। এরপর এই একই অভিযোগ তুলে একাধিক মামলা করে চাকরিপ্রার্থীরা। একের পর এক মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে। এতদিন ধরে ঝুলেছিল এই চাকরিপ্রার্থীদের ভবিষ্যৎ ।গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে শিক্ষক নিয়োগ মামলার শুনানি চলছিল। সেখানেই বিচারপতির বিরাট নির্দেশ, চলতি বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত ওই নিয়োগ প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে যত মামলা দায়ের হয়েছে, সকলকে চাকরি দিতে হবে। আগামী তিন মাসের মধ্যে যোগ্যতার ভিত্তিতে সকল মামলাকারীদের চাকরি দেওয়ার নির্দেশ কলকাতা হাই কোর্টের।

প্রসঙ্গত, সময়টা ২০০৯ সাল। সেই সময় প্রাথমিকে ১,৮২৬ জন শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয় তৎকালীন বাম সরকার। পরের বছর শুরু হয় নিয়োগ প্রক্রিয়া। তবে ২০১১ সালে পালাবদলের পর বাম আমলের নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে দেয় তৃণমূল সরকার। পাশাপাশি নতুন প্যানেল প্রকাশ করে মমতা সরকার। ওই প্যানেলকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয় কলকাতা হাই কোর্টে। পরে সেই জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্টেও।

২০২৩ সালে কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এদের মধ্যে কিছু জনকে চাকরি দেওয়ার নির্দেশ দেন। আর এবার প্রায় ৪০০ জনকে চাকরি দেওয়ার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি মান্থা। হাওড়ার জেলা স্কুল পরিদর্শককে চাকরি দেওয়ার দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আমরা ঈশ্বর কাকে বলি ঈশ্বরের সৃষ্টি বা কিভাবে, সে কথাগুলো লিপিবদ্ধ না করলে আজ হয়তো বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। তাই অনিষিক্ত রূপে সে কথা স্বীকার করাটাই অনিবার্য।পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম হচ্ছেন সেই ঈশ্বর যিনি সৃষ্টির আদি হতে অন্ত পর্যন্ত আছেন এবং থাকবেন এবং তিনিই প্রকৃত আরাধ্য। ঈশ্বর, পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম হচ্ছেন নিরাকার, কিন্তু তিনি চাইলেই যে কোন সাকার রূপ ধারণ করতে পারেন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সারা বিশ্বে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের দায়বদ্ধতা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

অতিবৈজ্ঞানিক ত্বরিত সেবা প্রদান করতে সক্ষম হওয়ায় সংবাদপত্রের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে সাংবাদিকরা দুই জায়গায় দায়বদ্ধ। একটি বিবেক, অন্যটি সমাজ। কলমই হলো সাংবাদিকদের প্রধান অবলম্বন। সাংবাদিকদের অনেক কষ্টের মধ্য দিয়েও সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতে হয়। মিথ্যা সংবাদ কিছুক্ষণ বা কয়েকদিনের জন্য কারো কারো কাছে বাহবা কুড়াতে পারে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কিংবা যারা সত্য জানেন তাদের কাছে চিরদিনের জন্য ঘৃণার পাত্র হয়ে থাকে। সাংবাদিকদের লিখনী আমাদের দিকনির্দেশনা দিক। সবাই উন্নয়ন সম্পৃক্ত হই। শুধু আমাদের ভুলত্রুটি লেখাই সাংবাদিকদের কাজ নয়। বরং আমাদের উন্নয়নের চিত্রও জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে। একজন সাংবাদিক কঠিন দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে লড়ে সীমিত অধিকার, চাপ ও মৌলিক অধিকার হরণকারী ভীতির মধ্যে সংবাদকর্মীদের সবসময় কাজ করতে হচ্ছে। একটা সংবাদের পেছনে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর মেধায় আমাদের সবার সামনে সত্য প্রকাশ হয় তাদের সম্পর্কে এখনো আমরা যতনশীল নই।সাংবাদিকতার প্রথম দায়বদ্ধতা সত্যের কাছে। সাংবাদিকতার প্রথম আনুগত্য নাগরিকজনের প্ৰতি। সাংবাদিকতার সার কথা হচ্ছে সুশৃঙ্খল যাছাই। যেমন যৌনতা, সন্ত্রাস, সহিংসতা ও বীভৎসতার উৎকট বা নগ্ন প্রকাশ নয়, মৃতের প্রতি সম্মান, লাশের ছবি না ছাপা, খারাপ ভাষা পরিহার, নিজের অবস্থান পরিষ্কার রাখা, ঘটনা বলবেন না-দেখাবেন, এটাই প্রকৃত সাংবাদিকতা। অন্যান্য পেশার মতো সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও কতক গুণ বা যোগ্যতা থাকা দরকার। সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রথম বিভাগের অনার্স পাস করেও অনেকে পরিপূর্ণ সাংবাদিক হতে পারেন না। আবার অনেকে সাংবাদিকতার ডিগ্রি না নিয়েও বড় মাপের সাংবাদিক হতে পেরেছেন। সাংবাদিক জন্ম নেয় না, তৈরি হয়। সাংবাদিক হবার জন্য কিছু গুণ থাকতে হয়। সাংবাদিক হতে হলে সংবাদের গন্ধ শোঁকার নাক থাকতে হবে। অবলোকনের চোখ থাকতে হবে। বোঝার জন্য মন থাকতে হবে।

আমার হাতে কলম আছে। তাই যা ইচ্ছা লিখে দেব, সংবাদপত্রে তা প্রকাশ করে দেব।এটাকে সাংবাদিকতা বলে না। যা ইচ্ছা তাই লেখার স্বাধীনতা কোনো সাংবাদিকের নেই। সাংবাদিকরা আইনের চোখে অন্য দশজনের সমান। কিন্তু পেশাগত কারণে একজন সাংবাদিক সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন। সৎ এবং বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকদের মানুষ সমাদর করে, সম্মান করে। সাংবাদিকদের লেখায় সমাজের লাভের পাশাপাশি ক্ষতিরও কারণ হতে পারে। উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ প্রকাশ করা মোটেও সমীচীন নয়। এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে পাঠকরা সাংবাদিকদের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। পাঠকরা সাংবাদিকদের মতো গুছিয়ে লিখতে পারেন না বলেই সংবাদপত্রের দিকে হাত বাড়ায়। অন্যথায় মুখ ঘুরিয়ে নিতেন। একজন সাংবাদিকের সাংবিধানিক অধিকার, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, মানহানি, অশ্লীলতা, জননিরাপত্তা, ধর্মবিশ্বাস-বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখতে হয়।তবে সফল সাংবাদিক হতে হলে তাকে উৎসর্গীকৃত প্রাণ হতে হবে। বুদ্ধিদীপ্ত হতে হবে। সাহসী হতে হবে। সবসময় সৌজন্যবাদী ও বন্ধুভাবাপন্ন হতে হবে। শান্তশিষ্ট ও ভদ্র স্বভাবের হতে হবে। অহঙ্কারী অথবা বদমেজাজ ও মানসিকতাসম্পন্ন লোক কোনোদিন সাংবাদিক হতে পারেন না। সাংবাদিককে হতে হবে সৎ। সাংবাদিকতার পথ পিচ্ছিল এবং প্রলোভনে ভরা। যারা প্রলোভন অথবা লোভকে সামলাতে পারবেন তারা সৎ সাংবাদিক খ্যাতি অর্জন করতে পারবেন। সাংবাদিকের সবসময় চোখ-কান খোলা রাখতে হয়। সাংবাদিক হবেন দল বা গোষ্ঠী নিরপেক্ষ। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন। সাংবাদিকতায় রসবোধবাসাহিত্যবোধথাকেনা।তবে সাহিত্য মন ও তীব্র অনুভূতি থাকতে হয়। সাংবাদিকরা পাঠকদের জন্যই রিপোর্টলিখবেন।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

তরুণীকে খুন করে তান্ত্রিক

ওই তরুণীকে খুন করে তান্ত্রিক। এমনকি খুনের পর প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টাও করে অভিযুক্ত। আরামবাগ মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক তাকে ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। এই ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন উঠছে। খুনের সময় ঘটনাস্থলে তান্ত্রিক কি একাই ছিল নাকি আরও অনেকেই ছিল? তন্ত্রসাধনার জেরে খুন নাকি রয়েছে অন্য কোনও রহস্য? সেই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা। দুর্লভ নির্দোষ বলেই দাবি তার স্ত্রীর।বেশ কয়েক বছর আগে দুলাল দ্বিতীয় বিয়ে করে। তার পর থেকে কামারপুকুরের ভাটারমোড় এলাকায় থাকত সে। ইঞ্জিনভ্যান চালানোর পাশাপাশি তন্ত্রসাধনা করত। স্থানীয়দের দাবি, সকালে সকলকে তাবিজ, কবচ দিত। আর রাতে হত তন্ত্রসাধনা। সিদ্ধিলাভ করতে দুলাল ওই তরুণীকে খুন করে বলেই অভিযোগ। প্রমাণ লোপাটে গোঘাটের রাঙামাটির জঙ্গলে দেহ ফেলে দেওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই তরুণী পশ্চিম মেদিনীপুরের রামজীবনপুর এলাকার বাসিন্দা। দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। শনিবার বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তার পর রবিবার সকালে গোঘাটের রাঙামাটির জঙ্গল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ধৃত তান্ত্রিকের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর আত্মীয়র বাড়ির কাছে তরুণীর বাস। সেই সূত্রে তান্ত্রিকের সঙ্গে যোগাযোগ বলে অনুমান। তরুণীর সঙ্গে ওই তান্ত্রিক দুলালের বেশ কয়েকবার ফোনে কথাও হয়। কললিস্টের সূত্র ধরেই পুলিশ তদন্ত করে কামারপুকুর থেকে দুর্লভ রায় ওরফে দুলালকে গ্রেপ্তার করে।

৩ পাতার পর

পুলিশ ও আবগারি দফতরের সাঁকরাইলের বিভিন্ন গ্রামে চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান

মদ তৈরির উপকরণসহ উদ্ধার করে নষ্ট করে দেওয়া হয়। তবে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ও আবগারি দফতরের কর্মীরা ওই গ্রাম গুলিতে যাওয়ার আগেই চোলাই মদের কারবারিরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। যার ফলে পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ওই গ্রামগুলিতে রমরমিয়ে চলছে চোলাই মদের রমরমা ব্যবসা। ওই গ্রাম গুলি থেকে বিভিন্ন এলাকায় চোলাই মদ পৌঁছে যেত চোলাই মদ কারবারিদের মাধ্যমে।

যার ফলে প্রতিনিয়ত ওই গ্রামগুলিতে অশান্তি লেগেই থাকত। তাই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সাঁকরাইল থানার পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের কর্মীরা ওই গ্রামগুলিতে গিয়ে বুধবার সকাল থেকেই চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয় বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন নয়াগ্রাম আবগাড়ি দপ্তরের আই. সি সন্দীপ দে, সাঁকরাইল থানার পুলিশ আধিকারিকরা সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। এদিন নয়াগ্রাম আবগাড়ি দপ্তরের আই. সি সন্দীপ দে বলেন, গ্রামে গঞ্জে চোলাই মদের রমরমা কারবার বন্ধ করতে প্রতিনিয়ত পুলিশের অভিযান চলবে। আগামী দিনে চোলাই মদের বিরুদ্ধে বড়সড় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

দেশের অর্থনৈতিক উত্থান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উত্থান নিয়ে নরেন্দ্র মোদী আলোচনা করেছেন নিউজউইকের সিইও দেব প্রাগদ, গ্লোবাল এডিটর-ইন-চিফ ন্যান্সি কুপার এবং এশিয়ার সম্পাদকীয় পরিচালক ড্যানিশ মনসুর ভাটের সঙ্গে। ইন্দিরা গান্ধীর পর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয় , যিনি নিউজ উইকের কভার পেজে জায়গা করে নিয়েছেন।১০ বছরে ভারতের অর্থনীতি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও দাবি কপেন তিনি। বলেন, ২৫ কোটি মানুষকে তিনি দারিদ্র সীমার ওপরে টেনে তুলেছেন। পাশাপাশি তিনি উজ্বলা প্রকল্প সহ একাধিক প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন। কল্যাণমূলক পদক্ষেপগুলি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

মোদী আরও বলেন, তাঁর অনুপ্ররণা হল দেশের মানুষ। তিনি আরও বলেন, এই দেশের মানুষকেই তিনি তাঁর পরিবার বলে মনে করেন। তিনি বলেন, দেশের মানুষ যদি মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে তাহলেই তাঁর স্বপ্ন পুরণ হয়। তিনি আরও বলেন, ১৪০ কোটি ভারতীয়র আশা আকাঙ্খা পুরণের জন্য তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন আর অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের অর্থনৈতিক উত্থান, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ডিজিটাল পেমেন্ট, নারীদের ক্ষমতায়ন-সহ একাধিক বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। প্রায় ৯০ মিনিটের আলোচনায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন- চিন পাকিস্তান, রামমন্দির নিয়েও আলোচন হয়েছে।দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ভারতের অনুকূল জনসংখ্যা রয়েছে। তিনি আগামী ২০৪৭ এর ভারতকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার জন্য জনসংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেও দাবি করেছেন তিনি। মোদী আরও বলেন, চিন আর জাপানের সঙ্গে তুলনা করেছে না। কারণ দুটি দেশের পরিকাঠামো সম্পূর্ণ ভিন্ন। মোদী আরও বলেন, ভারতের একটি অনন্য সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক নীতি রয়েছে। আমাদের সঞ্চয়ের সংস্কৃতি আছে। পরিবার-ভিত্তিক জীবনধারার একটি অনন্য মডেলও রয়েছে যা মূল্যবোধকে কেন্দ্রে রাখে। এই ধরনের সেট আপে, পরিবারের কোনো সদস্য অনুৎপাদনশীল হয় না। আমরা আমাদের তরুণদের পূর্ণ সম্ভাবনার বিকাশের দিকেও মনোনিবেশ করছি এবং তাদের ভবিষ্যত বাধাগুলির সাথে স্থিতিস্থাপক এবং অভিযোজিত করে তুলতে চাই। স্টার্টআপগুলি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বলেও দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সিনেমার খবর cinema TV

তাপসী পানুর ভিডিও ফাঁস

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী তাপসী পানু এখনও বিয়ে নিয়ে টুঁ শব্দটি করেননি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, গত ২৩ মার্চই নাকি উদয়পুরে বিয়ে করেছেন তিনি। বর প্রেমিক ব্যাডমিন্টন তারকা ম্যাথিয়াস বো।

কিছুদিন ধরেই তাপসীর বিয়ে নিয়ে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। বিয়ে প্রসঙ্গে কোনো প্রশ্ন করা হলে হয় এড়িয়ে গেছেন, নয়তো বিরক্তি প্রকাশ করেছেন তিনি। বেশ কিছুদিন পেরিয়ে গেলেও বিয়ে নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি তিনি। অবশেষে বিয়ের ভিডিও ফাঁস হতেই তা ভাইরাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

অন্য বলিউড তারকাদের মতো স্বামীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো ছবিও দেননি তিনি। এর মাঝেই ফাঁস হয়ে গেল তাপসী পানুর বিয়ের ভিডিও। বলিউডের অন্য নায়িকাদের মতো শাড়ি কিংবা লেহেঙ্গা নয়, বরং লাল রঙের জমকালো সালোয়ার কামিজ পরেই বিয়ে সারলেন তিনি। হাতে চূড়া, চুলে বেণী, চোখে ছিল সানগ্লাস। তাপসীদের বিদেশি বরকে দেখা গেছে শেরওয়ানিতে।

ফাঁস ভিডিওতে দেখা গেছে, শেরওয়ানি পরে দাঁড়িয়ে তাপসীর বিদেশি বর। উল্টোদিকে ফুল দিয়ে ঢাকা চাঁদুরের নীচে নাচতে নাচতে আসছেন তাপসী। এসে বর ম্যাথিয়াসকে জড়িয়ে ধরেন অভিনেত্রী। এরপর হয় মালাবদল। তারপরই একে অপরের গালে চুম্বন এঁকে দেন তারা। খুব বেশি আয়োজন নেই, বরং খানিকটা সাদামাঠা ভাবেই বিয়েটা সেরেছেন তারা।

যৌন জীবন নিয়ে শ্রীলেখার বিস্ফোরক মন্তব্য

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : টালিগঞ্জে ঠোঁটকাটা রমণী হিসেবে পরিচিতি আছে অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রের। তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। মাঝে মাঝেই যাকে তাকে আক্রমণ করে বসেন কথা দিয়ে। এবার আর সে পথে হাঁটলেন না অভিনেত্রী। উল্টো খোলাখুলি কথা বললেন নিজের যৌন জীবন নিয়ে।

সম্প্রতি টলিউড অভিনেত্রী মমতা শঙ্করের 'শাড়ির আঁচল' মন্তব্যে তোলপাড় টলিপাড়া। নারীবাদীদের একটা বড় অংশের দাবি ওই বক্তব্যে 'দেহ পসারিনী' বা 'যৌনকর্মী॥দের অপমান করেছেন। এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সামনে খুলে দিলেন নিজের যৌন জীবন।

পুরুষ যৌন কর্মীর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বলেন, হতেই পারে। যে মহিলার বর তার সঙ্গে কিছু করছে না, কিংবা যে মহিলার ইচ্ছে হয়েছে। আমার জিগালোর দরকার নেই, আশা করছি তোমারও দরকার নেই।

অভিনেত্রী বলেন, আমি এখন স্পিরিচুয়াল হয়ে গেছি। জীবনের এই ধাপটায় এসে আমি যার তার সাথে আমি পারব না। আমার প্রায় দেড়-দুই-বছর হলো জীবনযাপন নেই।

অভিনেত্রীর জীবনে এসেছিল বিদেশি পুরুষ। মিষ্টি প্রেমের গল্পও রয়েছে। সে গল্প ফাঁস করে অভিনেত্রী বলেন, কথাবার্তা হয়। ডেভিড বলে স্প্যানিশ-আমেরিকান। খুব মিষ্ট একটা ব্যাপার হয়েছিল, ছোট্ট লাভস্টোরি গোছের। আমার জীবনে ভালো লাগাটা জরুরি।

৫০ বছর পর জয়া-অমিতাভের সম্পর্কের সত্যিটা ফাঁস

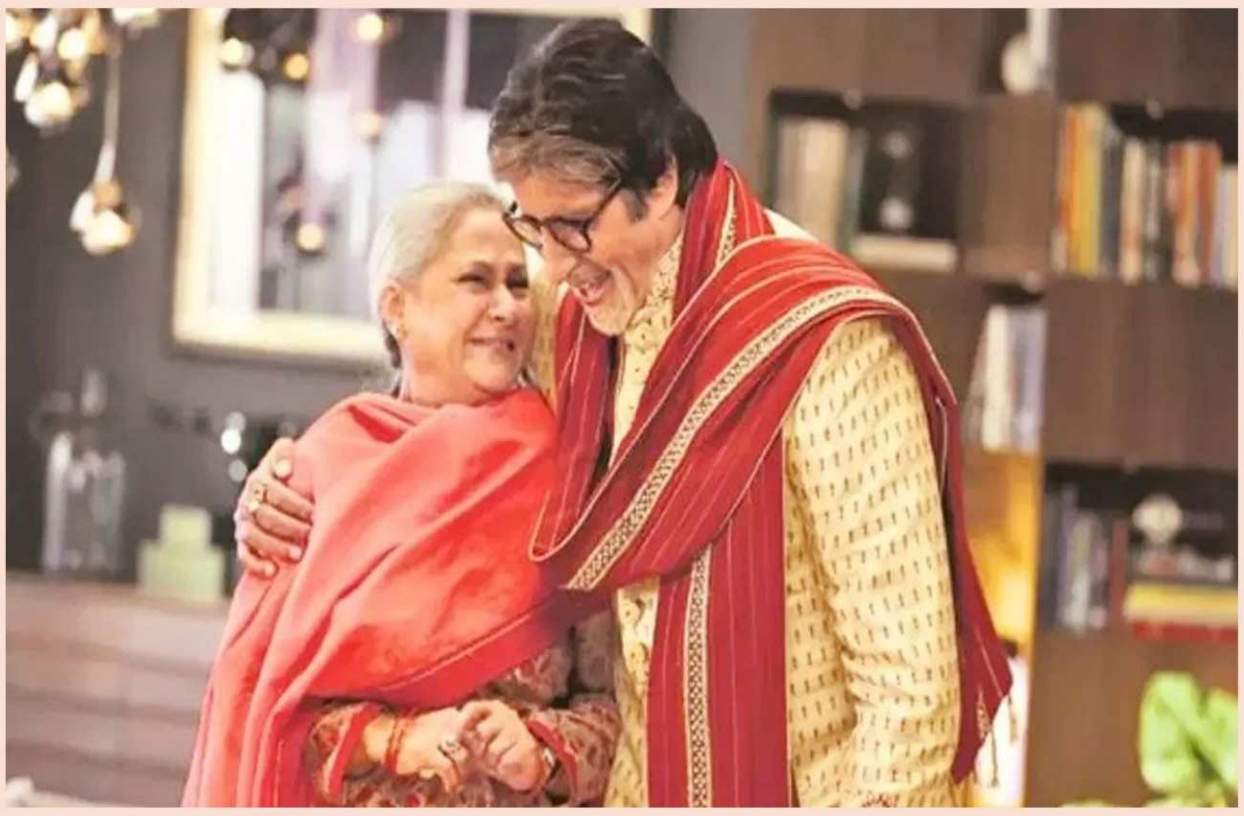

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : গত বছর স্ত্রী জয়া বচ্চনের সঙ্গে ৫০তম বিবাহবার্ষিকী পালন করেছেন অমিতাভ বচ্চন। সত্তরের দশকে বাঙালি অভিনেত্রী জয়া ভাদুড়িকে বিয়ে করেন তিনি।

১৯৭৩ সাল থেকে ২০২৩, দাম্পত্য জীবনের লম্বা ইনিংস অমিতাভ ও জয়ার। মাঝেমধ্যে টালমাটাল পরিস্থিতি তৈরি হলেও এখনো মজবুত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। যদিও মাঝেমধ্যেই তাদের দাম্পত্যের মাঝে এসে অমিতাভের একাধিক সম্পর্কের গুঞ্জন। স্বামী অমিতাভের সঙ্গে তার সম্পর্কের সমীকরণ কেমন, এবার নাতনি নব্যার শোয়ে এসে জানালেন জয়া।

'হোয়াট দ্য হেল নব্যা ২' শোয়ে এসে অভিনেত্রী জানান, অমিতাভই নাকি তার প্রিয় বন্ধু। জয়া বলেন, 'আমার স্বামীই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। এমন কোনো কথা নেই যা আমি তাকে বলি না।'

১৯৭১ সালে 'গুড্ডি' ছবির সেটে সূত্রপাত অমিতাভ ও জয়ার প্রেমের। তার বছর দুয়েকের মধ্যেই জয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন বিগ বি। 'অভিমান', 'শোলে', 'সিলসিলা', 'কভি খুশি কভি গম'-এর মতো ছবিতেও জুটি বেঁধে কাজ করেছেন অমিতাভ ও জয়া।

ওই এক পর্বে এসে শ্বেতা বচ্চন আপত্তি জানান মা ও মেয়ের বন্ধুত্ব নিয়ে। তিনি বলেন, 'আমি জানি না কেন সবাই বলেন আমার মেয়েই আমার বন্ধু বা আমার ছেলেই আমার সেরা বন্ধু।' মেয়ের কথা শুনতে জয়া পাল্টা জিজ্ঞাসা করেন, 'কেন, সন্তানেরা বন্ধু হতে পারে না?'

যার জবাবে শ্বেতা তখন বলেন, 'আমরা বন্ধু নই। তুমি আমার মা, আমাদের কথা বলার ক্ষেত্রে কিছু বাধ্যবাধকতা থাকে যা অতিক্রম করতে পারব না। আমার সন্তানেরা কিন্তু আমার সন্তানই। আবার আমার বন্ধুদের জায়গা আলাদা।'

'অভিনেতাদের চেয়ে ক্রিকেটাররা বেশি সম্মানের, তাদের এমন করা অনুচিত'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গেল জানুয়ারির শেষ দিকে পাকিস্তানের তারকা ক্রিকেটার শোয়েব মালিক নিজ দেশের অভিনেত্রী সানা জাভেদকে তৃতীয় বিয়ে করে রীতিমত হইচই ফেলে দেন। যা নিয়ে রীতিমতো সমালোচনার মুখে পড়েন শোয়েব ও তার স্ত্রী। বিয়ের দু'মাস পার হলেও তাদের নিয়ে চর্চার শেষ নেই।

এবার পাকিস্তানি অভিনেত্রী নাওয়াল সাইদ পাকিস্তানের একটি চ্যাট শোয়ে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করেছেন, 'পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের থেকে একাধিকবার রসালো মেসেজ পেয়েছেন। তিনি বিবাহিত পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের থেকেও এমন মেসেজ পেয়েছিলেন।' এই অভিনেত্রী মনে করেন বলেন, 'আমার মনে হয় ক্রিকেটারদের এমন করাটা ঠিক না। কারণ, মানুষ অভিনেতাদের থেকেও ক্রিকেটারদের বেশি সম্মান করেন। যাদের লোকজন এমন সম্মান করেন, তাদের এই ধরনের কাজ করাটা অনুচিত।'

সঞ্চালকরা নাওয়ালকে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি কি শোয়েব মালিকের দিকে ঈশারা করছেন? জবাবে ওই অভিনেত্রী শুধু হেসে জানান, নামটা ঠিক মনে নেই। উল্লেখ্য, ২০১০ সালে বিয়ে করেন শোয়েব ও সানিয়া। পরে ২০১৮ সালে তাদের সংসারে পুত্রসন্তান আসে। যদিও শোয়েবের সঙ্গে বিয়ের আগে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও বন্ধু সোহরাব মির্জার সঙ্গে বাগদান হয়েছিল সানিয়া মির্জার, অন্যদিকে আয়েশা সিদ্দিকি নামের এক নারীর সঙ্গে শোয়েবের প্রথম বিয়ে হয় বলে শোনা যায়।

প্রেমের গুঞ্জনের মধ্যেই ব্রাজিল থেকে উড়ে এলেন শাহরুখপুত্রের প্রেমিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : লারিসা বনেসি, ব্রাজিলিয়ান সুন্দরী মডেল। বেশ কয়েক দিন ধরেই বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানের সঙ্গে তার প্রেমের গুঞ্জন চলছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে শুরু করে গণমাধ্যম সবখানেই চর্চা চলছে এই দুজনকে নিয়ে।

এর মধ্যেই মুম্বাইয়ে দেখা মিলল ব্রাজিলিয়ান এই সুন্দরীর। তবে কি প্রেমিক এবং শ্বশুরবাড়ির বাকি সকলের সঙ্গে দেখা করতেই এখানে এসেছেন তিনি এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে নেটিজেনদের মধ্যে।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, আরিয়ান খানের চর্চিত প্রেমিকা লারিসা বনেসিকে মুম্বাইয়ে দেখা গেছে। তাকে এদিন মুম্বাইয়ের বস্তিয়ায় দেখা গেছে। তিনি তার দেহরক্ষীদের সঙ্গে মুম্বাইয়ের রাজপথ দিয়ে হেঁটে গিয়ে একটি রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করেন। তার পরনে ছিল সাদা টপ এবং গ্রে রঙের মিনি স্কার্ট। বুটজুতা পরেছিলেন পায়ে।

আসলে সম্প্রতি নেটিজেনরা লক্ষ করেছেন, ব্রাজিলিয়ান অভিনেত্রী এবং তার পরিবারের সকলকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করছেন আরিয়ান খান। শুধু তা-ই নয়, এই ব্রাজিলিয়ান সুন্দরীও গোটা খান পরিবারকে ফলো করেন। অভিনেত্রীর মাকে আবার শাহরুখপুত্র তার জন্মদিনে উপহারও পাঠিয়েছেন। আর এসব দেখেই দুয়ে দুয়ে চার করেছেন নেটিজেনরা।

লারিসা পেশায় একজন অভিনেত্রী। তাকে গুরু রন্ধাওয়ার 'সুরমা সুরমা' মিউজিক ভিডিও, স্টেবিন বেনের মিউজিক ভিডিও, এমনকি বিশাল মিশ্রের সঙ্গে একটি অ্যালবামেও দেখা গেছে। অক্ষয় কুমার ও জন আব্রাহমের সঙ্গে ব্লকবাস্টার গান্ডসুভা হোনে না দ্বে দিয়ে বলিউডে কাজ শুরু করেছিলেন। টাইগার শ্রফ, সুরাজ পাঞ্চোলির সঙ্গেও কাজ করেছেন।

সাইফ আলী খানের 'গো গোয়া গন'-এ পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে হিন্দি সিনেমায় লারিসার অভিষেক হয়।

৯ জনের সঙ্গে একঘরে থাকতেন নোরা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : টাইগার্স অব দ্য সুন্দরবনস চলচিচত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে নোরা ফাতেহির বলিউডে অভিষেক ঘটেছিল। একটা সময় বলিউডে পা রেখেই নোরা বুঝেছিলেন সফরটা এতোটা সহজ নয়। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে, নোরা তার স্বপ্নের শহর মুম্বাইতে এসে কঠিন সময়ের অভিজ্ঞতা গুলো শেয়ার করেছেন।

মরোক্কান নৃত্যশিল্পী নোরা ফাতেহিকে মুম্বাই শহরে এসে ভয়ানক পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে। সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, প্রথম যখন এখানে এসেছিলেন নয় জনের সঙ্গে একটি ঘর শেয়ার করে থাকতেন। নোরা এই রুমমেটদের 'সাইকোপ্যাথ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি আরো বলেন, "আমি তিন বিএইচকে অ্যাপার্টমেন্টে নয়জন সাইকোপ্যাথের সাথে থাকতাম যেখানে আমি অন্য দুই মেয়ের সাথে ঘরটি ভাগ করে নিতাম। সেখানে থাকাকালীন আমি ভাবতাম, 'আমি কীসের মধ্যে পড়েছি?' আমি এখনও সেই ট্রমার মধ্যে আছি।'

সাক্ষাৎকারে নোরা বলেন, 'হিন্দি শিখতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু অডিশনের সময় ভয়ানক অবস্থা হতো আমার। মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতাম না। নিজেকে খুব বোকা বলে মনে হত। কিন্তু কিছু মানুষ তো ক্ষমা করেন না। সামনাসামনি হাসাহাসি করতেন তারা। বলতেন, আমি সার্কাস থেকে এসেছি। খুব অসম্মানজনক বলে মনে হয়েছে আমার। বাড়ি ফেরার সময় কাঁদতাম।'

এছাড়া নোরা এজেন্সিগুলির হাত ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে এসে যে শোষণের সম্মুখীন হয়, তাও তুলে ধরেছিলেন। তাকে সামান্য বেতন দিত সেই এজেন্সি। সেই সময়ে ডিম-পাউরুটি খেয়ে বেঁচে ছিলেন বলে জানান নোরা। বিগ বস ৯ সিজনে অংশগ্রহণ করেছিলেন নোরা। সেসময় প্রিন্স নারুলার সঙ্গে তার রোম্যান্টিক লিঙ্ক আপ আলোচিত হয়েছিল। বিগ বসের বাড়িতে তাদের প্রেম শিরোনাম তৈরি করতো। বিগ বসের পর তাকে দেখা যায় ব্লকবাস্টার 'বাহুবলী' ছবির একটি নাচের দৃশ্যে। ক্যারিয়ার শুরু হয় সেই থেকে। ঠিক মতো হিন্দি বলতে পারতেন না অভিনেত্রী। অনেক হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন নোরা। ধীরে ধীরে বলিউডের অন্দরমহলে নিজের জায়গা করেছেন তিনি। সম্প্রতি 'মাডগাঁও এক্সপ্রেস' ছবিতে তার অভিনীত চরিত্রের জন্য সকলের মন জয় করেছেন নোরা।

দল খারাপ খেললে

মেজাজ হারান শাহরুখ, রাগ ঝাড়েন জুহির ওপর!

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খান এবং জুহি চাওলার জুটি বরাবরই পর্দায় দর্শকদের মধ্যে প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছে। দু'জনেই একসঙ্গে কাজ করেছেন বহু ছবিতে। পর্দা ছাড়াও শাহরুখ ও জুহি এক সঙ্গে মিলে আইপিএল দলও কিনেছেন। কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)-এর মালিকও তারা। তাদের দু'জনকেই প্রায়ই মাঠে নিজেদের দলের জন্য উল্লাস করতে দেখা যায়। এদিকে, জুহি জানান যে তিনি শাহরুখ খানের সঙ্গে ম্যাচ দেখতে মোটেও পছন্দ করেন না। সেই কারণ প্রকাশ করলেন জুহি চাওলা।

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে জুহি চাওলা বলেন, 'শাহরুখের সঙ্গে ম্যাচ দেখা সহজ নয়, কারণ আমাদের দল যদি ভালো না খেলে, সে তার সমস্ত রাগ আমার উপর প্রকাশ করে। আমিও তাকে বলি এই সব কথা দলকে জানাতে। এ কারণেই আমরা একসঙ্গে ম্যাচ দেখি না। আমার মনে হয় দল যখন খেলে, সকলেই ঘামতে শুরু করে।'

জুহি চাওলা বলেন, 'আইপিএল সবসময়ই উত্তেজনাপূর্ণ। আমাদের দল যখন খেলে আমরা সকলেই আমাদের টেলিভিশন সেটের সামনে থাকি, তাদের দেখা আকর্ষণীয় এবং আমরা সবাই খুব চাপে থাকি।'

এই সাক্ষাৎকারটি অবশ্য কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালসের ম্যাচের আগে নেওয়া হয়েছিল। সেই সময়ে অবশ্য সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হাই স্কোরিং ম্যাচটি হয়েছিল। সেই ম্যাচে মুম্বাইয়ের বিরুদ্ধে হায়দরাবাদ ২৭৭ রান তুলেছিল। সেই সময়ে এই স্কোর দেখে অবাক হয়েছিলেন জুহি চাওলা। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন তিনি চান কলকাতাও এন রান করুক। তবে এরপরেই দিল্লির বিরুদ্ধে ২৭২ রান তোলে নাইটরা। ১০৬ রানে সেই ম্যাচ জিতেছিল তারা। জুহি চাওলা চান এই বছরে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হোক কলকাতা নাইট রাইডার্স, সেই কারণে তিনি ভগবানের কাছেও প্রার্থনা করছেন।

মেসির চোট ইস্যুতে সুখবর দিলো মায়ামি

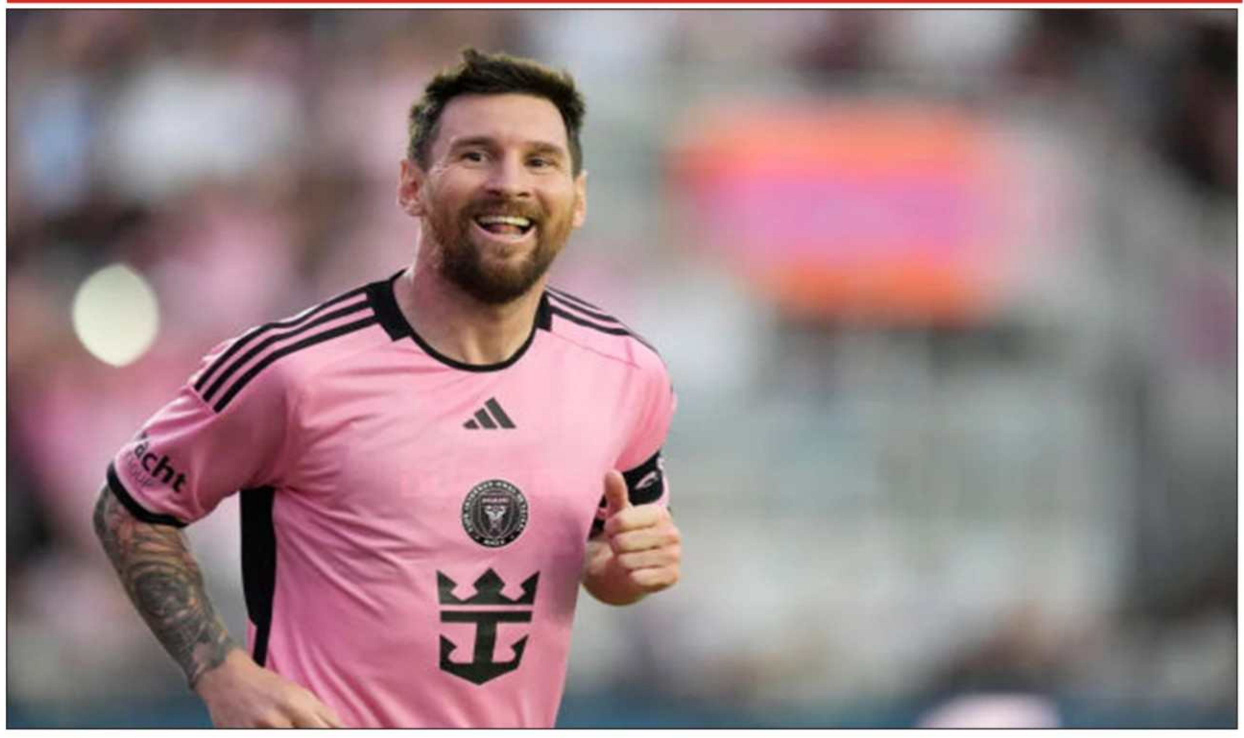

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে লিওনেল মেসি প্রায় এক মাস মাঠের বাইরে আছেন। তবে আপাতত তার আর কোনো ব্যথা কিংবা অস্বস্তি নেই বলে জানিয়েছে ইন্টার মায়ামি। ফলে ফ্লোরিডার ক্লাবটির হয়ে আর্জেন্টাইন মহাতারকা শিগগিরই মাঠে নামছেন। আর সেটি হতে পারে ১৭ এপ্রিল, সেদিন কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপে মন্টেরেরির মুখোমুখি হবে মায়ামি।

অবশ্য মন্টেরেরির বিপক্ষে প্রথম লেগের আগেই অনুশীলনে যোগ দিয়েছিলেন মেসি। ধারণা করা হচ্ছিল তিনি ম্যাচটি খেলবেন, তবে গ্যালারিতে থাকা এলএমটেনকে দর্শক বানিয়ে ২-১ গোলে হারে মায়ামি। তাই তো চ্যাম্পিয়ন্স কাপ কোয়ার্টার ফাইনালের ফিরতি লেগে মেসিকে তারা যেকোনো মূল্যে খেলাতে চায়। মেসি যে সহসা মাঠে ফিরছেন তা সামাজিক মাধ্যম এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে দেওয়া এক পোস্টে জানায় মায়ামি। তারা লিখেছে, 'তিনি ফিরছেন।'

মন্টেরেরির বিপক্ষে ম্যাচের আগেই আগামীকাল (রবিবার) ভোরে মেজর লিগ সকারে (এমএলএসে) খেলতে নামছে মায়ামি। কলোরাডোর বিপক্ষে সেই ম্যাচটিতে মেসি খেলবেন কি না এখন সেই জল্পনা চলছে। কারণ ম্যাচ পূর্ববর্তী অনুশীলনে পূর্ণ মনোযোগী আর্জেন্টাইন অধিনায়কেরই দেখা মিলেছে। এছাড়া তাকে মায়ামির ঘোষিত স্কোয়াডেও রাখা হয়েছে। মেসির ম্যাচ খেলার ফিটনেস নিয়ে ফের ধারণা পেতে অন্তত ১০ মিনিট খেলানোর কথা জানিয়েছেন মায়ামির সহকারী কোচ জাভি মোরালেস।

আজকের অনুশীলনের পর মেসির খেলা নিয়ে নিশ্চয়তার কথা জানান মোরালেস, 'সে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছে। আমরা দেখব আজ সে কেমন বোধ করে, ম্যাচ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব। সেই ফিজিওর সঙ্গে এবং মাঠে প্রতিদিন অনুশীলন করছে। কখনো কখনো বিষয়টা নির্ভর করে সে কেমন বোধ করছে তার ওপর। সে অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে।'

তিনি আরও জানান, 'আমরা দেখব অনুশীলনে সে কেমন বোধ করে। যদি সে ভালো বোধ করে, আমি নিশ্চিত যে টাটা (কোচ জেরার্দো মার্টিনো) তাকে বিবেচনায় নেবে, সেটা যদি ১০, ১৫ বা ৪৫ মিনিটের জন্য হয় তবুও। আমরা তাকে পেতে চাই। তার জন্য আমরা সর্বোচ্চটা করব, এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কালকের ম্যাচের ওপর ভিত্তি করে আমরা সিদ্ধান্ত নেব, এরপর বুধবার কী হবে দেখা যাবে।'

মেসিকে ছাড়া এখন পর্যন্ত চার ম্যাচ খেলে তিনটিতেই হেরেছে মায়ামি। ৭ ম্যাচে তিন জয় ও দুই ড্র নিয়ে বর্তমানে এমএলএসের পয়েন্ট টেবিলে তারা দুইয়ে অবস্থান করছে।

কঠিন সময়ে পান্ডিয়ার পাশে

দাঁড়ালেন সৌরভ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের একের পর এক ম্যাচে সমর্থকদের একাংশের দুয়ো শুনতে হচ্ছে অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়াকে। কঠিন সময়ে এই অলরাউন্ডারের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবার দিল্লি ক্যাপিটালসের ক্রিকেট পরিচালক সৌরভ গাঙ্গুলি। সাবেক এই ভারতীয় অধিনায়ক সমর্থকদের মনে করিয়ে দিলেন, পান্ডিয়াকে অধিনায়কত্ব দিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি, এখানে তার কোনো দোষ নেই। আইপিএলের চলতি আসরের আগে নাটকীয় পালাবদলে মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিকে গুজরাট টাইটান্স ছেড়ে পান্ডিয়া পাড়ি জমান তার পুরোনো দল মুম্বাইয়ে। সেখানে রোহিত শার্মাকে সরিয়ে অধিনায়ক করা হয় তাকে। মুম্বাইকে নেতৃত্ব দিয়ে পাঁচটি আইপিএল শিরোপা জেতানো রোহিতকে অধিনায়কের পদ থেকে সরানোটা সমর্থকদের অনেকেই যে ভালোভাবে নেয়নি, আসর শুরুর পর তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মুম্বাইয়ের প্রথম দুই ম্যাচে আহমেদাবাদে ও হায়দরাবাদে দর্শকদের দুয়োর শিকার হন পান্ডিয়া। একই চিত্র দেখা যায় দলটির ঘরের মাঠ মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামেও। সেই সঙ্গে দলের প্রথম তিন ম্যাচেই হার পান্ডিয়ার জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন করে তুলেছে। আজ রবিবার ওয়াংখেড়েতে দিল্লি ক্যাপিটালসের মুখোমুখি হবে মুম্বাই। আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে সাবেক বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি বললেন, অধিনায়কত্বের পালাবদলের বিষয়টি সবার বোঝা উচিত।

সৌরভ জানান, "আমার মনে হয় না তাদের (সমর্থক) হার্দিক পান্ডিয়াকে দুয়ো দেওয়া উচিত। এটা ঠিক নয়। ফ্র্যাঞ্চাইজি ওকে অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। খেলায় সর্বত্র এটাই হয়ে থাকে।"

তিনি আরও বলেন, "রোহিত শার্মা অন্য ধাঁচের। অধিনায়ক ও খেলোয়াড় হিসেবে ওর পারফরম্যান্স ফ্র্যাঞ্চাইজি ও ভারতের হয়ে অন্য পর্যায়ের। হার্দিক পান্ডিয়াকে অধিনায়ক করা হয়েছে, এটা তো তার দোষ নয়। আমার মনে হয় আমাদের সকলের তা বোঝা উচিত।"

দাপুটে জয়ে

পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে আর্সেনাল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আক্রমণে আধিপত্য করল আর্সেনাল। প্রথমার্ধে একটি গোলের পর দ্বিতীয়ার্ধে মিলল দুটি। ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নকে অনায়াসে হারিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে ফিরল মিকেল আর্তেতার দল।

প্রতিপক্ষের মাঠে ০৬ মার্চ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিতেছে আর্সেনাল। বুকায়ো সাকা দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান কাই হাভার্টজ ও লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড। ৩১ ম্যাচে ২২ জয় ও ৫ ড্রয়ে আর্সেনালের পয়েন্ট হলো ৭১। ৭০ পয়েন্ট করে নিয়ে লিভারপুল দুইয়ে ও ম্যানচেস্টার সিটি তিনে নেমে গেছে। লিভারপুল অবশ্য একটি ম্যাচ কম খেলেছে। ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে ১০ নম্বরে আছে ব্রাইটন।

আক্রমণে আর্সেনালের দাপটের চিত্র পরিসংখ্যানেও। বল দখলে কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও গোলের জন্য তাদের ২০ শটের ৭টি ছিল লক্ষ্যে। ব্রাইটনের ১০ শটের কেবল দুটি লক্ষ্যে ছিল। দ্বিতীয় মিনিটেই এগিয়ে যাওয়ার ভালো সুযোগ পায় আর্সেনাল। মার্টিন ওডেগোরের ফ্রি-কিকে কাছ থেকে ডিফেন্ডার গাব্রিয়েল মাগালেসের হেড পোস্টের বাইরে দিয়ে যায়।

দ্বাদশ মিনিটে আরেকটি সুযোগ আসে আর্সেনালের সামনে। এবার বক্সের ভেতর থেকে সাকার শট লক্ষ্যে থাকেনি। পরের মিনিটে গাব্রিয়েল জেসুসের জোরাল শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান ব্রাইটন গোলরক্ষক। ৩৩তম মিনিটে সাকার সফল স্পট কিকে এগিয়ে যায় সফরকারীরা। জেসুস বক্সের ভেতর ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টির বাঁশি বাজিয়েছিলেন রেফারি। বিরতির আগে দারুণ সেভে ব্যবধান ধরে রাখেন আর্সেনাল গোলরক্ষক দাভিদ রায়া। বক্সের বাইরে থেকে হুলিও এঙ্গিসোর উঁচু শট লাফিয়ে ব্যর্থ করে দেন তিনি।

আক্রমণে আধিপত্য ধরে রেখে ৬২তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে আর্সেনাল। ডান দিকের বাইলাইনের কাছাকাছি থেকে জর্জিনিয়োর কাটব্যাকে কাছ থেকে বল জালে পাঠান জার্মান মিডফিল্ডার হাভার্টজ। ৭০তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়তে পারত। ট্রোসার্ডের নিচু শট ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক।

নির্ধারিত সময়ের চার মিনিট বাকি থাকতে ঠিকই জালের দেখা পান ট্রোসার্ড। নিজেদের অর্ধ থেকে হাভার্টজের থ্রু বল ধরে সবাইকে পেছনে ফেলে বক্সে ঢুকে আগুয়ান গোলরক্ষকের ওপর দিয়ে জালে পাঠান বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে এই জয় নিশ্চিতভাবে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে আর্সেনালের। আগামী মঙ্গলবার কোয়ার্টার-ফাইনালের প্রথম লেগে ঘরের মাঠে বায়ার্ন মিউনিখের মুখোমুখি হবে আর্তেতার দল।

কোহলির সেঞ্চুরি ম্লান, শেষ বলে ৬ মেরে

রাজস্থানকে জেতালেন বাটলার

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বিরাট কোহলির অষ্টম আইপিএল সেঞ্চুরি বৃথা গেল। সেঞ্চুরি করে রাজস্থান রয়্যালসকে টানা চতুর্থ জয় এনে দিয়েছেন জস বাটলার।

জয়ের জন্য রাজস্থান রয়্যালসের ছয় বলে মাত্র ১ রানই দরকার ছিল। কিন্তু সেঞ্চুরির জন্য জস বাটলারের দরকার ছিল ৬ রান। ক্যামেরন গ্রিনের শর্ট লেন্থের বল মিড উইকেট দিয়ে ছয়ই বানালেন বাটলার। দলের জয় তো এলই, আইপিএলে নিজের ১০০তম ম্যাচে ঠিক ১০০ রানই করলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক।

প্রথমে ব্যাট করে বেঙ্গালুরু তোলে ৩ উইকেটে ১৮৩ রান, যেখানে ৭২ বলে ১১৩ রানই কোহলির। কিন্তু বাটলার, সঞ্জু স্যামসনের সৌজন্যে রাজস্থান জয় তুলে ফেলে ৫ বল আর ৬ উইকেট হাতে রেখেই। এবারের আইপিএলে রাজস্থানের এটি চতুর্থ জয়। বিপরীতে পাঁচ ম্যাচ খেলে চারটিতেই হেরেছে কোহলির দল।

জয়পুরের মানসিংহ স্টেডিয়ামে রান তাড়ায় নামা রাজস্থান দ্বিতীয় বলেই হারিয়ে ফেলে যশস্বী জয়সোয়ালকে। রিস টপলির বলে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে ক্যাচ দেন কোনো রান না করা এই বাঁহাতি। বেঙ্গালুরুর উৎসবপর্ব শেষ পর্যন্ত এটুকুই।

দ্বিতীয় উইকেটে বাটলার ও স্যামসন মিলে ধীরে ধীরে ম্যাচ নিজেদের নাগালে নিয়ে যান। দুজনে ৮৬ বলে তুলে ফেলেন ১৪৮ রান। স্যামসন ৪২ বলে ৬৯ রান করে আউট হলেও এক প্রান্ত ধরে রাখেন বাটলার। যে কারণে অন্য প্রান্তে রিয়ান পরাগ আর ধ্রুব জুরেলরা হাল ধরতে না পারলেও সমস্যা হয়নি রাজস্থানের।

ডানহাতি এ ব্যাটসম্যান ৫০ ছুঁয়েছিলেন ৩০ বলে, একই ধারা বজায় রেখে পরের ৫০ তুলে ফেলেন ২৮ বলে। আইপিএলে এটি তার ষষ্ঠ সেঞ্চুরি, ক্রিস গেইলের সঙ্গে যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। আইপিএলে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির মালিক কোহলি তার অষ্টম শতক স্পর্শ করেন ৬৭ বলে।

মেসির পথ ধরে যে স্বপ্নপূরণের অপেক্ষায় ইয়ামাল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলার রোনালদিনিও দীর্ঘদিন খেলেছেন স্প্যানিশ জায়ান্ট ক্লাব বার্সেলোনায়। রোনালদিনিও চলে যাওয়ার পর বার্সেলোনার ১০ নম্বর জার্সিটি গায়ে জড়ান আর্জেন্টাইন সুপার স্টার লিওনেল মেসি। টানা ১৩ বছর কাতালানদের একই নম্বরের জার্সি পরে খেলেছেন তিনি।

মেসি ক্লাব ত্যাগ করায় বার্সা সেই শূন্যস্থান দ্রুতই পূরণ করে ফেলে আনসু ফাতিকে দিয়ে। কিন্তু স্প্যানিশ এই ফরোয়ার্ড নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। তার ওপর বাজে পারফরম্যান্সের কারণে চলতি মৌসুমের মাঝখানেই তাকে ইংলিশ ক্লাব ব্রাইটনে লোনে পাঠিয়েছে বার্সা। তাই মেসির রেখে যাওয়া ১০ নম্বর জার্সিটির যোগ্য উত্তরসূরি খুঁজতে হচ্ছে ক্লাবটিকে।

অনেকেই অবশ্য লামিন ইয়ামালের নাম নিচ্ছেন। তরুণ এই ফরোয়ার্ড অল্প সময়েই নাম কুড়িয়ে ফেলেছেন বিশ্ব ফুটবলে। চলতি মৌসুমে উদীয়মান তরুণ তুর্কিদের মধ্যে নিজেকে আলদাভাবে চিনিয়েছেন স্পেনের লামিনে ইয়ামাল। বার্সেলোনার জার্সিতে ১৬ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই অভিষিক্ত এই ফুটবলার এরই মধ্যে ভেঙেছেন একাধিক রেকর্ড। বার্সার মাঝমাঠে এ মুহূর্তে অন্যতম ভরসার নামও ইয়ামাল।

একাধিক ম্যাচে বার্সার জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন এই উইঙ্গার। অনেকেই এখন তাঁকে দিয়ে লিওনেল মেসির অভাব পূরণের স্বপ্নও দেখছেন। মেসি উত্তরসূরি হতে তিনি নিজেও ইচ্ছুক।

মুন্দো দেপোর্তিভোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বার্সার বিস্ময় বালক বলেন, 'যেমনটা বলেছেন ১০ নম্বর জার্সি এখন আনসুর কাছে। তবে মৌসুম শেষেও যদি সে এখানে (বার্সায়) না থাকে তাহলে সেটা (১০ নম্বর জার্সি) আমার জন্য গর্বের উৎস হবে। বার্সার নম্বর টেন হওয়া যেকারোর জন্যই স্বপ্নের। বিশ্বের কেউই তাতে না বলবে না। কিন্তু এটা এমন কিছু যা ক্লাবকে ঠিক করতে হবে।'

মেসির মতোই লা মাসিয়া একাডেমি থেকে উঠে এসেছেন ইয়ামাল। গত মৌসুমে বার্সার জার্সিতে অভিষেক হয় তার। সেবার মাত্র একটি ম্যাচ খেললেও এবার মৌসুমের শুরু থেকেই দলের নিয়মিত সদস্য ১৬ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। প্রতিনিয়তই নিজেকে ছাপিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এমনকি ডায়েটের ক্ষেত্রেও অনুসরণ করছেন মেসিকে।

ইয়ামাল বলেন, '২০২৪ সালে দুই সেন্টিমিটার উচ্চতা ও চার কেজি ওজন বেড়েছে আমার। আগে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে বাইরে গিয়ে যা ইচ্ছা তা-ই খেতাম। এখন আমি ক্লাবের নির্দেশনা মেনে চলি এবং প্রচুর পানি পান করি। চেষ্টা করি প্রচুর মাছ খাওয়ার কারণ আগে প্রচুর মাংস খেতাম আমি।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR